Neeti Gobeshona Kendro

11/16 Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka-1207,
Bangladesh, ngkbd.org

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

"রোহিঙ্গা বাস্তবতা: প্রত্যাশা, দাবি এবং আগামীর পথ"

তারিখ: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫,

স্থান: চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব,

আয়োজক: নীতি গবেষণা কেন্দ্র

১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার নীতি গবেষণা কেন্দ্র চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে রোহিঙ্গা সমস্যার সংকট ও সমাধান নিয়ে দিনব্যাপী এক কর্মশালা আয়োজন করে। কর্মশালা শিরোনাম ছিল- ***"রোহিঙ্গা বাস্তবতা: প্রত্যাশা, দাবি এবং আগামীর পথ"***। এই কর্মশালায় প্রধান বক্তব্য তুলে ধরেন, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক কূটনীতিবিদ মোহাম্মদ সুফিউর রহমান। শফিউর রহমান প্রারম্ভিক বক্তব্যে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে এই আলোচনার প্রেক্ষিত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মায়ানমার সরকার ও আরাকান আর্মি দুই পক্ষই রোহিঙ্গাদের প্রতি খুবই ঘৃণার দৃষ্টিভঙ্গ পোষণ করে। রোহিঙ্গাদের ফিরে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং হবে তাদের নেতৃত্বের ঐক্য ধরে রাখা এবং তারা যত দেরিতে তাদের নিজ ভূমিতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করবে ততই তাদের রাইট টু রিটার্ন দুর্বল হতে থাকবে। আপনাদের মধ্যে ঐক্য না থাকলে দিন দিন আপনাদের উপর অত্যাচার বাড়বে। রোহিঙ্গা কমিউনিটি সবচেয়ে দুর্বল দিক হলো তারা নীরবে এসব কিছুই মেনে নিয়েছে, প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের তেমন কোনো চেষ্টাই তারা করেনি।

আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল এলায়েন্সের (আরনা) চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বলেন, এই গণহত্যা প্রক্রিয়া সম্প্রতি শুরু হয়েছে এমন নয় এটি মূলত শুরু হয়েছে ১৯৬২ সালের সামরিক শাসনের সময় থেকে। বিভিন্নভাবে এই প্রক্রিয়াকে চূড়ান্ত রূপ দান করা হয়েছে। প্রথমে আইন করে রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার বাদ দেওয়া হয়েছে এরপর আস্তে আস্তে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন নিপীড়নের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদেরকে মায়ানমার থেকে বিতাড়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। রোহিঙ্গাদের ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। জাতিসংঘের ৩০ সেপ্টেম্বর রোহিঙ্গা বিষয়টি আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমরা ডক্টর ইউনুস এবং তার সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। মূলত কোন রাজনৈতিক বা দেশীয় হস্তক্ষেপ ছাড়া কোন ধরনের প্রত্যাবর্তন আসলে সম্ভব হয় না।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে REWS এ একজন সমাজকর্মী হিসেবে কাজ করছেন রিজিয়া। তিনি নিজেও একজন রোহিঙ্গা নারী। তিনি পরিতাপ করে বলেন, প্রতিদিনই রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ অল্প অল্প করে হলেও আসতে বাধ্য হচ্ছে। এই ক্যাম্পগুলোতে আমাদের বাচ্চাদের শিক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থা নেই, নেই কোন নিরাপত্তা, নারীদের মধ্যে আছে অনেক ধরনের সংকট তারা কথা বলতে বা তাদের সমস্যা প্রকাশ করতে পারে না। রোহিঙ্গা নারীরা ক্যাম্পের ভিতরেও যেমন নির্যাতিত তেমন উপেক্ষিত ও বটে এবং বেশির ভাগই নারীই শিক্ষা অধিকারের বাইরে।

আরেকজন এনজিও কর্মী শওকত আলী বলেন, যে টাকাগুলো বরাদ্দ দেয়া হয় সেগুলো দিয়ে প্রথমেই খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা করা উচিত এবং এরপর অন্যান্য প্রজেক্টগুলোতে বরাদ্দ দিলে ভালো হয়। ক্যামগুলোতে দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে মাদ্রাসা ও জেনারেল শিক্ষা। যদি মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ঠুকানো হয় তাহলে আর দুই রকম ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন হয় না, দুই রকম খরচেও হয় না। এর মাধ্যমে অপচয় ও ব্যয় কমিয়ে আনা সম্ভব।

আকিয়াব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা আর একজন প্রবীণ কমিউনিটি লিডার সেলিম হোসেন বলেন, এখানে দুইটি সমস্যা। একটি হল রিফুজি সমস্যা আরেকটি হলো রোহিঙ্গা সমস্যা। ডক্টর এ মাঙ্ক হল রোহিঙ্গা জেনোসাইডের মূল পরিকল্পনাকারী ও বাস্তবায়নকারী। মায়ানমার সরকার তাকে সম্প্রতি সকল মামলা থেকে দায় মুক্তি দিয়েছে। আসলে মায়ানমার সরকার যে গণহত্যা শুরু করেছিল সেটাই চালিয়ে যাচ্ছে এখন আরাকান আর্মি ।

রোহিঙ্গা তরুণ নেতা ফরিদ আলম, ডিরেক্টর জেনারেল- স্টুডেন্ট ইউনিয়ন ফর রোহিঙ্গারা ডিভেলপমেন্ট (SURD) বলেন, রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে গত ৩৩ বছর ধরে বন্দিদশায় জীবন কাটাচ্ছে। শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও চলাফেরার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়ে ছয় প্রজন্ম সুযোগ হারিয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে হতাশা ও অস্থিরতা বেড়েছে, আর প্রায় ৬০% মিয়ানমার-জন্ম প্রবীণ নাগরিক মৃত্যুবরণ করেছেন প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায়। বর্তমানে মিয়ানমার বাস্তবে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে প্রস্তুত নয়, ফলে জীবন অনিশ্চয়তায় আটকে আছে।

এই প্রেক্ষাপটে টেকসই সমাধান একক পথে সীমাবদ্ধ নয়। স্বেচ্ছামূলক প্রত্যাবাসন, তৃতীয় দেশে পুনর্বাসন এবং অব্যাহত মানবিক সহায়তা—এই তিন ধারাই একসাথে জরুরি। প্রত্যাবাসন মর্যাদাপূর্ণ ও নিরাপদ হতে হলে নাগরিক অধিকার, রাজনৈতিক সুরক্ষা এবং ট্রানজিশনাল জাস্টিস নিশ্চিত করতে হবে। অন্যদিকে পুনর্বাসন রোহিঙ্গাদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, রেমিট্যান্স ও আন্তর্জাতিক অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে শক্তিশালী করবে।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর এক রোহিঙ্গা নারী শিক্ষার্থী তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। আমরা আমাদের নাগরিকত্ব নিয়ে ও সম্পূর্ণ সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অধিকার নিয়ে নিরাপত্তার সাথে আমাদের দেশে ফেরত যেতে চাই।

আরেক রোহিঙ্গা তরুণ খায়রুল ইসলাম বলেন, আরাকান আর্মি মায়ানমার সরকারের দ্বিগুণ অত্যাচার নিপীড়ন হত্যা ধর্ষণ এবং আমাদের সম্পদ লুটপাটের মত কাজ করছে। তারা আমাদের গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করেছে। আমার বাবাকেও হত্যা করেছে। মূলত ২০২৪ এর পর আমাদের সমস্যাটার এক নতুন মাত্রা তৈরি হয়েছে।

অনুষ্ঠানে হাজির হন দুজন বাংলাদেশি হাসান ও নাবির হোসেন যারা আরাকান আর্মির পুতে রাখা মাইনে তাদের পা হারান।

কর্মশালাটির সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক ও গবেষক ড. মাহবুবুল হক (ইউনিভার্সিটি সুলতান জয়নাল আবেদীন, মালয়েশিয়া)। তিনি বলেন, কর্মশালাতে মূলত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর তরুণ সমাজ ও নারীদের বক্তব্যগুলোকে তুলে নিয়ে আসা এই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাই কর্মশালা জুড়েই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর তরুণ নেতৃত্বে ও নারীদের বিভিন্ন সমস্যাগুলো নিয়ে তারা তাদের বক্তব্য পেশ করেন।

এছাড়া কর্মশালাটিতে আরও উপস্থিত ছিলেন নীতি গবেষণা কেন্দ্রের রিসার্চ ফেলো ড. খান শরীফুজ্জামান।

এছাড়া এই-কর্মশালায় স্থানীয় সুশীল সমাজের প্রতিনিধি সাংবাদিক ও স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেন। জাতিসংঘের সামনের রোহিঙ্গা সংক্রান্ত কনফারেন্সকে মাথায় রেখেই এই কর্মশালা আয়োজন করে নীতি গবেষণা কেন্দ্র।